সাবরিনা-আরিফুলসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ২০ আগস্ট

করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে প্রতারণার মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন আদালত। ঢাকা মহানগর হাকিম সরাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

এ মামলায় অভিযুক্ত অন্য আসামিরা হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

এর আগে বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরের পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিটটি দাখিল করা হয়। এতে সাবরিনা ও আরিফকে মূল হোতা বলে উল্লেখ করা হয়। বাকিরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে তাদের সহযোগিতা করেছেন।

গত ২৩ জুন সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরেরদিন ২৪ জুন আরিফ চৌধুরী ও সহযোগী সাঈদ চৌধুরীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেও বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পর ১৫ জুলাই আরিফুলের ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ১৬ জুলাই রিমান্ডে মুখোমুখি হন আরিফ-সাবরিনা।

এর আগে গত ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সাবরিনাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে তেজগাঁও থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। ১৩ জুলাই তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ জুলাই আরো দুদিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে ২০ জুলাই আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ১১৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌরসভায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দর্শনা প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন এবং দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ০৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মন্টু সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে সংক্রম করে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই মানবতার জীবনযাপন করছে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, এজন্য আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সরকারের দেওয়া পরামর্শ মেনে চলুন তাহলে আমরা এই মহামারি করোনা ভাইরাস রোধ করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো।

সেই সময় জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু সকলকে অনুরোধ করেন আপনারা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বাইরে বের হবেন না। নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এসময় প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিদর্শক জনাব হাফিজুর রহমান ।

এছাড়া নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দাল হক ও সম্পাদকসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করার আহ্বান কাদেরের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করে সপ্তাহে দুই দিন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণ, মৃত্যুসহ প্রতিদিন স্বাস্থ্য বিভাগের আপডেট বন্ধ হলে এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জনমানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনীহা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি গুজবের ডালপালা বিস্তারের আশংকাও থেকে যাবে। এ সময় বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজ বুধবার সিলেট জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এ আহ্বান জানান। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনার এ সময়ে সরকার জনসমাবেশ বা কোনো ধরনের সমাগম সংক্রমণ রোধের স্বার্থে বন্ধ ঘোষণা করেছে। কোনো ধরনের অনিয়ম কিংবা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সরকার দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে মানববন্ধন ও রাজনৈতিক কর্মসূচি করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি করতে পারে।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যর মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহারিয়ার হোসেন, সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহাসহ বিভিন্ন সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দেশে এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮ জন।

তবে আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়া কোভিড রোগীর সংখ্যাও কম নয়। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৫৫০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৭৫১টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯৯৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৫১৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ১১৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১

দশমিক ৩২ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজি ও পরিচালককে দুদকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে

করোনাভাইরাসের সংকটের সময়ে মাস্ক-পিপিইসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক পরিচালক (ওএসডি) ডা. মো. আমিনুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক।

দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন দুদকের উপ-পরিচালক নুরুল হুদা, সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান ও আতাউর রহমান।

জানা যায়, নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনার নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির প্রসঙ্গেও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এর আগে গত ২১ জুলাই নানা অনিয়ম ও বিতর্কের মুখে পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এইচএসসি পরীক্ষা; ‘জেড’ আকৃতিতে বসবে শিক্ষার্থীরা!

স্বাস্থ্যবিধি মেনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার কেন্দ্রে ‘জেড’ আকৃতিতে শিক্ষার্থীদের বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ‘জেড’ আকৃতিতে একটি কক্ষে প্রথম বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী বসলে দ্বিতীয় বেঞ্চে বসবে একজন। এর পরের বেঞ্চে আবার বসবে দুজন। এভাবে একজন শিক্ষার্থী থেকে আরেকজন শিক্ষার্থীর তিন ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে বেঞ্চগুলো আগের চেয়ে দূরে দূরে বসানো হবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের বসালে কতগুলো কেন্দ্রের প্রয়োজন হতে পারে, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করছেন।

চলতি বছরের ১ এপ্রিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বসার কথা ছিল প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর। কিন্তু করোনার কারণে এ পরীক্ষাসূচি স্থগিত করতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সবশেষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা আয়োজনের এই চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক তপন কুমার সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অনেক দিন ধরে এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। এ জন্য আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা করছি। তিন ফুট দূরত্ব নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের বসালে কতগুলো কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রের প্রয়োজন হতে পারে সে ব্যাপারে বিস্তারিত

তথ্য চাওয়া হয়েছে। এগুলো পাওয়ার পর শিগগিরই এসংক্রান্ত প্রস্তাব আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করবে।’

আন্ত শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীদের প্রায় আড়াই হাজার কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। তবে প্রতিটি কেন্দ্রে ‘জেড’ আকৃতিতে শিক্ষার্থীদের বসিয়ে বেঞ্চগুলোর দূরত্ব বাড়ালে সাত-আট হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে।
যেহেতু দেশে এত সংখ্যক কলেজ নেই, তাই কেন্দ্রের সংখ্যা ঠিক রেখে এর অধীনে তিন-চারটি করে উপকেন্দ্র করা হবে। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আশপাশের স্কুলকেও উপকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে মকলেছুর রহমান (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মকলেছুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আলিহিমের ছেলে। তিনি এক পুত্র ও এক কণ্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক মো: রফিকুল ইসলাম জানান, মকলেছুর রহমান শদি, কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে সকালে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁকে আইসোলেশনের ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ইতোমধ্যে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া করোনা

উপসর্গ থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যরা বিধি মোতাবেক জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করবেন।